নানা বাড়ী বেড়াতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে নানা বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ইবনে মায নামের দুই বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

রবিবার সকালের দিকে গাংনী শহরের ভিটেপাড়ায় তার নানা হারেজ আলী কসাইয়ের বাড়িতে এই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঘটনা ঘটে।

ইবনে মায মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি গ্রামের বুলবুল আহমেদের ছেলে।

তার পরিবার সূত্রে জানা গেছে সিড়ির নিচে থাকা পানির পাম্পের তার ধরে শিশুটি টানাটানি করছিল এ সময় বিদ্যুতের তার ছেড়ে গেলে সে বিদ্যুৎতায়িত হয়।

পরে তার পরিবারের লোকজন তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখান থেকে তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়।

পরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করে।

গাংনীতে নানা কর্মসুচীর মধ্যদিয়ে পালিত হচ্ছে পবিত্র ঈদ-ই মিলাদুন্নবী

মেহেরপুরে গাংনীতে নানা কর্মসুচীর মধ্য দিয়ে পবিত্র ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (স.) পালিত হচ্ছে। আজ সকাল দশটার দিকে গাংনী দারুচ্ছুন্নাত মোখতারিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার পক্ষ থেকে এক বিরাট শোভাযাত্রা বের করা হয়।

শোভাযাত্রাটি গাংনী শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। শোভযাত্রায় অংশ গ্রহণকারীরা কলেমার দাওয়াত ও জাতীয় পতাকা প্রদর্শন করে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আয়োজক প্রতিষ্ঠানের সুপার হাফেজ মাও. নাজমুল হক, সহকারি শিক্ষক মাও. রুহুল আমিন, মাদ্রাসা ছাত্রবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ এই শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন।
শোভাযাত্রা শেষে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে বিশ্ব নবীর জীবনের উপর আলোচনা ও দো’আ মোনাজাত করা হয়।

আমঝুপিতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সাইকেল আরোহী আহত

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের সদর উপজেলার আমঝুপি বাজারে দ্রতগামী মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শমসের আলী (৭০) নামের এক বৃদ্ধ মারাত্মক আহত হয়েছে।

শনিবার দুপুরের দিকে এ ঘটনা ঘটে। শমসের আলী বর্তমানে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শমসের আলী আমঝুপি গ্রামের উত্তর পাড়া গ্রামের চাঁন মিয়ার ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, বাইসাইকেল যোগে শমসের আলী বারাদী যাচ্ছিলেন। এসময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা মারে। এতে শমসের আলী মারাত্মক আহত হন।

মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেন।

মুজিবনগরে ইউপি মেম্বরের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ

গ্রাম পুলিশ সাথে নিয়ে প্রতিবন্ধীর বাড়িতে বল প্রয়োগ করে বিরোধপূর্ণ জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বর ও গ্রাম আওয়ামীলীগের সভাপতি সিবাস্তীন মল্লিক ঝড়ুর বিরুদ্ধে।

মুজিবনগরের ভবেরপাড়া গ্রামের বাজারপাড়া এলাকায় শনিবার সকালের দিকে এই ঘটনা ঘটে। ভবের পাড়া গ্রামের মাইকেল মল্লিকের ছেলে শিলন মল্লিক এই অভিযোগ করেন।

এসময় বাগোয়ান ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের মেম্বর রফিক উদ্দীন, বাবুল মল্লিক, সোহরাব হোসেনসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

শিলন মল্লিক বলেন, বাজারপাড়া এলাকায় একই স্থানে আমার ও আমার ভাইয়ের নামে ৩ শতক জমি রয়েছে। পাশেই চাচাত ভাই ভবেরপাড়া ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বর ও আওয়ামীলীগের সভাপতি সিবাস্তীন মল্লিক ঝড়ু–র ৩ শতক জমি আছে। ঝড়ু– মেম্বরের সাথে আমাদের পাশের একটি জমি অ্যাওয়াজ করা আছে।

শনিবার সকালের দিকে গ্রাম পুলিশ ও ইউনিয়ন পরিষদের অন্যান্য মেম্বরদের সাথে নিয়ে জোর করে জমি দখলে নিয়ে বেড়া দেয়। এসময় ঝড়ু– মল্লিক তার স্ত্রীর বিউটি ও তাদের আমাদের লোকজনকে মারপিট করেন।

ভবেরপাড়া ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি ও স্থানীয় বাগোয়ান ইউনিয়নের মেম্বর সিবাস্তীন মল্লিক ঝড়ু– বলেন, ওই জমি আমার চাচা কাইতান মল্লিকের কাছ থেকে কিনেছি। ওদের এবং আমার জমি পাশাপাশি। আমি আমার জমির বেড়া তুলে সেখানে ঘীরে নিয়েছি। ওদের জমি তো আমি দখল করিনি। আমি বিরুদ্ধে তারা মিথ্যা অভিযোগ এনেছে।

তবে আগামীকাল সোমবার দুপক্ষেরই জমির দলিল ও কাগজপত্র দেখে সমাধান করা হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

মেহেরপুরে গলাই ফাঁস দিয়ে বৃদ্ধার আত্ম*হত্যা

পারিবারিক কলহের জের ধরে আফিয়া খাতুন (৬৫) নামের এক বৃদ্ধা গলাই ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আফিয়া খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের মৃত আনিসুর রহমানের স্ত্রী।

শনিবার (৮ অক্টোবর) বেলা আড়াইটার দিকে নিজ ঘরের আড়ার সাথে গলায় ফাঁস দেন।

পারিবারিক সূতের বরাত দিয়ে স্থানীয়রা বলেন, পারিবারিক কলহের জের ধরে নিজ ঘরে গলায় ফাঁস দেন। এসময় পরিবারের সদস্যরা তাকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে মেহেরপুর – ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

মেহেরপুর – ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

ইবি ছাত্রী উর্মি হত্যার ভিসেরা রিপোর্ট নিয়ে ধুম্রজাল

মৃত্যুর ৭২ ঘন্টার মধ্যে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ভিসেরা রিপোর্ট প্রেরণের কথা থাকলেও ২২ দিনেও নমুনা সেটি পাঠাননি মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

ফলে ইবি ছাত্রী নিশাত তাসনিম উর্মির ময়নাতদন্ত রিপোর্ট নিয়ে নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে ধ্রুমজাল।

উর্মি হত্যাকান্ডের ভিসেরা রিপোর্ট নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য মামলার বাদীর মধ্যে তৈরী হয়েছে আশংকা। ভিসেরা রাসায়নিক পরীক্ষাগারে না পাঠিয়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ফেলে রাখায় ময়না তদন্ত রিপোর্ট নয় ছয়

হতে পারে বলেও আংশকা করছেন নিহতের পরিবার ও স্বজনরা।

৮ সেপ্টেম্বর রাতে উর্মির মরদেহ উদ্ধার হলেও ৩০ সেপ্টেম্বর উর্মির ভিসেরা কৌটাবদ্ধ অবস্থায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালেই পড়ে ছিল।

পরে সাংবাদিকদের চাপাচাপিতে তড়িঘড়ি করে গত ১ অক্টোবর প্রাথমিক ময়নাতদন্ত রিপোর্ট ও পুলিশের কাছে চিঠি ইস্যু করা হয়। পরে সেই চিঠির নির্দেশনা পেয়ে উর্মির মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহীন মিয়া নমুনা পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

অথচ, মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মোখলেছুর রহমান বলেন ভিসেরা রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে পেলেই পুর্নাঙ্গ ময়নাতদন্ত রিপোর্ট দেওয়া হবে।

উর্মির মরদেহের প্রাথমিক ময়নাতদন্ত করেছেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তিনচিকিৎসক।

এরা হলেন, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আরএমও ডা: মোখলেছুর রহমান, মেডিকেল অফিসার ডাঃ বেলাল হোসেন সুমন ও ডাঃ তারেক আহমেদ। ময়নাতদন্তের নির্দিষ্ট ফরমের মেডিকেল অফিসারের মতামতের ঘরে ডাঃ বেলাল হোসেন সুমনের ইংরেজীতে লেখা মতামতের অর্থ হচ্ছে-ভিসেরা রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ে অপেক্ষা করতে হবে।

আরএমও ডাঃ মকলেছুর রহমান বলেন, মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা যখন ভিসেরা নিতে আসেন তখন চিঠি করে দেওয়া হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে না চাওয়া পর্যন্ত চিঠি করা হয় না।

পুলিশের পক্ষ থেকে নমুনা নেওয়া হয়নি এমন অভিযোগ মিথ্যা দাবী করে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, নিয়ম অনুযায়ী হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক ময়নাতদন্ত রিপোর্টের সাথে ভিসেরা নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠাতে একটি চিঠি ইস্যু করার কথা হাসপাতাল কতৃর্পক্ষ। সেই চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত পুলিশের কিছু করার নেই। এখন পর্যন্ত কোন চিঠিপত্র হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দেয়নি বলে নিশ্চিত করেন গাংনী থানার ওসি।

এই মামলার প্রাথমিক ময়ানাতদন্ত রিপোর্ট নিয়েও আরেক সংশয় সৃষ্টি

হয়েছে বাদি পক্ষে। ভিসেরা পাঠাতে সময়ক্ষেপণ, রিপোর্ট পাঠানো নিয়ে পুলিশের উপর দায় চাপানো, ময়নাতদন্তকারী ডাক্তারের অসম্পূর্ণ মতামত প্রদান এবং ভিসেরা হাসপাতালে ফেলে রাখার বিষয়টি ধুম্রজালের সৃষ্টি করেছে।

তবে, ডাঃ মোখলেছুর রহমান জানান, ভেবেছিলাম ভিসেরা চলে গেছে। কিন্তু অফিস থেকে যে পাঠানো হয়নি তা আমার জানা ছিল না। কারণ এতোদিন পড়ে থাকার কথা নয়।

পুলিশের দায়িত্বের বিষয়ে তিনি বলেন, এখানে যতগুলো ভিসেরা পাঠানো হয়েছে তার প্রত্যেকটি পুলিশের পক্ষ থেকে চাওয়ার পরই দেওয়া হয়েছে। আগে থেকে চিঠি করলে সেই চিঠি পড়ে থাকে। তাই পুলিশের পক্ষ থেকে যখন নমুনা নিতে আসা হয় তখন চিঠি করে দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, ইবি ছাত্রী উর্মিকে ৮ সেপ্টেম্বর রাতে উর্মিকে পিটিয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তার পরিবার। এমন অভিযোগে তাদের নামে মামলা দায়ের করে নিহতের পরিবার। ওই মামলায় উর্মির স্বামী ও প্রিন্সকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করে গাংনী থানা পুলিশ। বর্তমানে তারা মেহেরপুর জেলা কারাগারে হাজতবাসে রয়েছেন। মামলার অপর আসামি প্রিন্সের মা পলাতক রয়েছেন।

গাংনীতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারি সামরিক কল্যাণ কমিটির মহা সমাবেশ

১৯৭১ সালে পাকিস্তান কারাগারে বন্দী সকল অবসরপ্রাপ্ত সামরিক সদস্যদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্তি করনের দাবীতে মহা সমাবেশ করেছে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারি অবসর প্রাপ্ত সামরিক কল্যাণ কমিটি।

আজ শনিবার বেলা ১২ টার সময় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব

গ্রামে এ মহা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট রফিজ উদ্দীন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ওহিদুজ্জামান শাফিউল।

জাহিদ হুসাইনের সঞ্চালনায় সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, অবসর প্রাপ্ত অনারারি ক্যাপ্টেন ফজলুল হক, অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র অফিসার আব্দুস সামাদ,অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট মিজানুর রহমান,অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট সাজাহান আলী,ওয়ারেন্ট অফিসার মোয়াজ্জেম হোসেন। এসময় সামরিক সদস্যদের পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বক্তারা বলেন মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী থাকা অবসরপ্রাপ্ত সামরিক সদস্যদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্তি করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহামনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে হবে। ১৯৭১ সালে জাতির জনক আমাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকায় আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

মসজিদে কাতার সোজা করাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ দুজন জখম

মেহেরপুর সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামে আহলে হাদিস জামে মসজিদে সামনের কাতার ফাঁকা রেখে নামাজ পড়াকে কেন্দ্র করে বাক বিতন্ডার জেরে দুজনকে কুপিয়ে জখম করেছে কয়েকজন মুসুল্লী। আহতদেরকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ শনিবার (৮ আক্টোবর) সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর সদরের কালিগাংনী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হচ্ছেন- কালিগাংনী গ্রামের মৃত সদর আলীর ছেলে শফিকুল ইসলাম (৩০) ও তার ভাই রফিকুল ইসলাম(২৮)।

আহত সুত্রে জানা গেছে, কালীগাংনী আহলে হাদিস জামে মসজিদে শুক্রবার জুম্মার নামাজের সময় সামনের কাতার ফাকা রেখে রফিকুলসহ কয়েকজন পেছনের কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে । নামাজ শেষে মসজিদের মুসুল্লিদের সাথে তাদের কথা কাটাকাটি হয় ।

আজ শনিবার সকালে রফিকুল বাড়ি থেকে বের হলে গ্রামের রাশেদ, মান্নান, হামিদুল শহিদুল ও মহিবুল দেশীয় অস্ত্র দা কুড়াল, রামদা নিয়ে আক্রমন করে। এসময় শফিকুল মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তার ভাই রফিকুল ইসলাম তাকে উদ্ধার করতে আসলে তাকেও জখম করে। পরে এলাকাবাসী ও পরিবারের লোকজন তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান আহত দুজনের আবস্থা আশংকা মুক্ত নয়। দুজনেরই মাথাই গভীর ক্ষত রয়েছে। আহত শফিকুল ইসলামের শরিলে ১৩ টা ও রফিকুল ইসলামের শরিলে ১৪ টা সেলাই হয়েছে।

গাংনীতে কোমলপানীয় ভেবে কিশোরের বিষপান

এনার্জি ড্রিংকসের বোতলে রাখা বিষ কোমলপানীয় ভেবে পান করে আব্দুল্লাহ (১৫) নামে এক কিশোর এখন মৃত্যুশয্যায়। কিশোর আব্দুল্লাহ গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া গ্রামের সিরাজ আলী পোদ্দারের ছেলে।

আজ শনিবার (৮ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে নিজ বাড়িতে এই বিষপানের ঘটনা ঘটে। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। তাকে নিবীড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজিৎ কুমার নন্দী বলেন, কিশোর আব্দুল্লার বাবা মাঠের জমিতে আগাছা নাশক বিষ দিয়ে কিছু অংশ এনার্জি ড্রিংক এর বোতলে রেখেছিল।

আব্দুল্লাহ বোতলে রাখা ওই বিষকে কোমল পানীয় ভেবে পান করে

অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাকে উদ্ধার করে দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। আব্দুল্লাহর বিষ শরীর থেকে তোলা হয়েছে। বর্তমানে তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

গাংনীর দু’গ্রামে একই নামে দুই বিদ্যালয়

মেহেরপুরের গাংনীর মোমিনপুরে স্থাপিত এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিয়ে স্থানীয় দুই গ্রামের লোকজনের মধ্যে চলছে রশি টানাটানি।

মোমিনপুর ও গোয়ালগ্রামে একই নামে রয়েছে দুটি বিদ্যালয়। গোয়ালগ্রামের লোকজন বিদ্যালয়টি স্থানান্তর করা হয়েছে মর্মে দাবী করলেও সেটি মানতে নারাজ মোমিনপুর গ্রামবাসি। এতে মোমিনপুরের লোকজন উচ্চ আদালতে রিট করায় আটকে গেছে বিদ্যালয় দুুটির এমপিওভুক্তিসহ উন্নয়ন কার্যক্রম। দুই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। সেই সাথে কোন বেতন ভাতা না পেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন প্রতিষ্ঠানে কর্মরতরা। মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি করে বিদ্যালয়ে সুষ্ঠ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবী স্থানীয়দের।

জানা গেছে, ১৯৯৯ সালে মেহেরপুরের গাংনীর মোমিনপুরে স্থাপিত হয় ‘এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়’ চার গ্রামের নামের প্রথম অক্ষর (মোমিনপুর, গোয়ালগ্রাম, চরগোয়ালগ্রাম, মোহাম্মদপুর) দিয়ে শুরু হওয়া এ বিদ্যালয়টি বেশ সুনামের সাথে শিক্ষা কার্যক্রম চলছিল। বিদ্যালয়টিতে গোয়ালগ্রামের শিক্ষার্থী সংখ্যা আনুপাতিক হারে একটু বেশি। তাই গোয়ালগ্রামের লোকজন গ্রামেই এমজিজিএম নামের বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। মোমিনপুর গ্রামের লোকজন ও বিদ্যালয়ের কমিটির মতামত ছাড়াই ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করেন তারা। মোমিনপুরে স্থাপিত বিদ্যালয়ের আইডি ব্যবহার করেই শুরু করে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম।

গোয়ালগ্রামে স্থাপিত বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চলায় ওই গ্রামের শিক্ষার্থীরা মোমিনপুরে আসতে অনিচ্ছুক। এদিকে পারগোয়ালগ্রাম, মোমিনপুর ও মহাম্মদপুর গ্রামের শিক্ষার্থীরা যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হওয়ায় তারা মোমিনপুরে পড়াশোনা করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। বর্তমানে মোমিনপুর বিদ্যালয়টিতে রয়েছে ১৩৯জন শিক্ষার্থী। একই নামে দুটি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় দুটি গ্রামের লোকজনের মধ্যেও সৃষ্টি হয় মনস্তাত্বিক লড়াই। গোয়ালগ্রামে স্থাপিত বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ২০১৯ সালে একটি মামলা করেন মোমিনপুর গ্রামের এনামুল হক। একই বছরে ওই মামলাটি মোমিনপুরের পক্ষে রায় হয়।

মামলায় রায় গোয়ালগ্রামে স্থাপিত বিদ্যালয়ের বিপক্ষে যাওয়ায় ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল হুদা উচ্চ আদালতে রায়ের বিরুদ্ধে একটি আপিল করেন ২০২১ সালে। সেই সাথে মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিসের দ্বারস্থ হন তিনি। মোমিনপুর গ্রামের আশে পাশে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই এবং আশে পাশের গ্রামের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত নয় এমন তথ্য প্রদান করে শিক্ষা অফিস থেকে একটি সনদ নেন।

পরে ওই লিখিত সনদ উচ্চ আদালতে পেশ করলে গোয়ালগ্রামের এমজিজিএম উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষে রায় হয় ২০২১ সালে । একই সময়ে শিক্ষা অফিসের দেয়া সনদটি সঠিক নয় মর্মে বেশ কয়েকটি প্রমান পত্র যোগাড় করেন মামলার বাদী এনামুল হক। তিনি ওই সনদপত্র আদালতে পেশ করে রীট করলে গোয়াল গ্রামের বিদ্যালয়ের পক্ষে দেয়া রায় স্থগিত হয়ে যায়।

স্থানীয়রা জানান, মোমিনপুরে স্থাপিত বিদ্যালয়টিতে সব ধরণের সুবিধা রয়েছে। যাতায়াত ও শিক্ষা ব্যবস্থাটি সুন্দর। পক্ষান্তরে গোয়াল গ্রামের বিদ্যালয়টিতে রয়েছে নানা সমস্যা। বিশেষ করে বিদ্যালয়ে যাবার কোন পথ নেই। অন্যের জমির উপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করায় ওই জমির মালিক স্কেভেটর দিয়ে খুড়ে রাস্তা বন্ধ করে দেন। তাছাড়া সরকারী রাস্তাটি নদী ভাঙ্গনের কারণে বিলীন হয়েছে বছর দশেক আগে। শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সমস্যা প্রকট। এ ছাড়াও এক কিলোমিটার দুরে রামনগর বিদ্যালয়। ফলে শিক্ষার্থী সংকট হতে পারে এমন আশঙ্কা করছেন অনেকেই।

মোমিনপুর এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন জানান, মোমিনপুর বিদ্যালয়ের আইডি ব্যবহার করে অতিগোপনে গোয়ালগ্রামের লোকজন প্রধান শিক্ষকসহ বেশ কয়েকজনকে শিক্ষক

হিসেবে নিয়োগ দেন। বিদ্যালয় সম্পর্কে ভূয়া তথ্য প্রদান করে মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়টির কার্যক্রমে বাঁধা সৃষ্টি করছে। একের পর এক মামলার কারণে বিদ্যালয়টির এমপিও ভুক্তিসহ সব কার্যক্রম স্থগিত। ফলে শিক্ষকরা মানবেতর জিবন যাপন করছে।

গোয়ালগ্রাম এমজিজিএম বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল হুদা জানান, তিনি এলাকাবাসীর সার্থের কথা মাথায় রেখে ও শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অনুমোদন ক্রমে বিদ্যালয় স্থানান্তর করেছেন। সকল নিয়ম মেনে বিদ্যালয়টি পরিচালিত হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার জানান, ইচ্ছা করলেই কেউ প্রতিষ্ঠান হস্তান্তর করতে পারেন না। তাছাড়া হস্তান্তর সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে নেই। কীভাবে শিক্ষা মন্ত্রনালয় থেকে স্থানান্তরের অনুমতি নেয়া হলো বা দেয়া হলো সেটা তিনিও বুঝতে পারেন না বলেও জানিয়েছেন এই কর্মকর্তা। তিনি আরো জানান, মামলা থাকার কারণে নতুন পুরাতন কোনো স্কুলেই কমিটি নেই। আর কমিটি না থাকার কারণে অনেক কার্যক্রমই করা সম্ভব হচ্ছে না।